চট্টগ্রাম সিটি কর্পোরেশন

জনসংযোগ শাখা, চট্টগ্রাম

মোবাইল: ০১৮১৯-৯৩০৪৮৮

তারিখ: ২৭.১০.২০২৫

প্রেস বিজ্ঞপ্তি

বিশ্ব স্ট্রোক দিবস

স্ট্রোক প্রতিরোধে সচেতনতা বাড়াতে হবে: মেয়র ডা. শাহাদাত হোসেন

চট্টগ্রাম সিটি মেয়র ডা. শাহাদাত হোসেন বলেছেন, স্ট্রোক এখন বিশ্বের অন্যতম প্রাণঘাতী রোগ। প্রতি চারজন প্রাপ্তবয়স্কের মধ্যে একজন জীবনের কোনো না কোনো পর্যায়ে স্ট্রোকের ঝুঁকিতে থাকেন। অথচ এর বেশিরভাগ ঝুঁকি আমাদের নিয়ন্ত্রণাধীন। সচেতন হয়ে চিকিৎসা নিলে স্ট্রোক থেকে বাঁচা সম্ভব।সোমবার (২৭ অক্টোবর) বিশ্ব স্ট্রোক দিবস উপলক্ষে চট্টগ্রাম মেডিকেল কলেজ (চমেক) প্রাঙ্গণে আয়োজিত অনুষ্ঠানের উদ্বোধনকালে তিনি একথা বলেন। স্ট্রোক প্রতিরোধে জনসচেতনতা বৃদ্ধি ও দ্রুত চিকিৎসার গুরুত্ব তুলে ধরতেবিশ্ব স্ট্রোক দিবস উপলক্ষে চট্টগ্রাম মেডিকেল কলেজ হাসপাতালের (চমেক) নিউরোসার্জারি বিভাগ আয়োজন করেছে দুই দিনব্যাপী নানা কর্মসূচি।সাইকেল র‍্যালির মধ্য দিয়ে দিনব্যাপী এই উদযাপনের উদ্বোধন করেন চট্টগ্রাম সিটি কর্পোরেশনের মেয়র ডা.

শাহাদাত হোসেন। সকাল ৯টায় চমেক ক্যাম্পাস থেকে শুরু হওয়া সাইকেল র‍্যালিটি হাসপাতালের মূল মাঠে গিয়ে শেষ হয়। পরে সেখানে অনুষ্ঠিত হয় সাইকেল ফেস্ট, ক্রিকেট ও ফুটবল টুর্নামেন্টসহ বিভিন্ন ক্রীড়া আয়োজন।অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন নিউরোসার্জারি বিভাগের প্রধান সহযোগী অধ্যাপক ডা. মো. সাইফুল আলম এবং সঞ্চালনা করেন সহকারী অধ্যাপক ও উদযাপন কমিটির আহ্বায়ক ডা. মুহাম্মদ ইসমাইল হোসেন। মেয়র প্রধান অতিথির বক্তব্যে বলেন, আজ বিশ্ব স্ট্রোক দিবস। অনেকে হার্ট অ্যাটাক ও স্ট্রোককে এক মনে করেন—এটা ভুল ধারণা। হার্ট অ্যাটাক হয় হৃদপিন্ডে, আর স্ট্রোক হয় মস্তিষ্কে। হঠাৎ মুখ বাঁকা হয়ে যাওয়া, হাত-পা অবশ হয়ে যাওয়া বা কথা জড়ানো—এসবই স্ট্রোকের প্রাথমিক লক্ষণ। এমন অবস্থায় সময় নষ্ট না করে দ্রুত চিকিৎসা নেওয়াই জীবনের জন্য সবচেয়ে জরুরি।"মেয়র বলেন, নিয়মিত ব্যায়াম, লবণ ও তেল-চর্বিজাত খাবার সীমিত করা, ধূমপান ও অ্যালকোহল পরিহার, রক্তচাপ ও ডায়াবেটিস নিয়ন্ত্রণে রাখার মাধ্যমে স্ট্রোক প্রতিরোধ করা সম্ভব। প্রতিরোধই চিকিৎসার আগে সবচেয়ে কার্যকর ব্যবস্থা।তিনি আরও বলেন, আজকের এই দিবস আমাদের মনে করিয়ে দেয়—স্ট্রোক সম্পর্কে জনসচেতনতা বাড়ানো এখন সময়ের দাবি। প্রতিটি মানুষেরই স্ট্রোকের প্রাথমিক লক্ষণ সম্পর্কে জানা জরুরি। সময়মতো চিকিৎসা না পেলে মস্তিষ্কের কোষ নষ্ট হয়ে স্থায়ী পক্ষাঘাত বা মৃত্যুও ঘটতে পারে। তাই 'গোল্ডেন আওয়ার' বা প্রথম কয়েক ঘণ্টার মধ্যেই চিকিৎসা নিলে অনেক জীবন বাঁচানো সম্ভব।ডা. শাহাদাত হোসেন বলেন, চট্টগ্রাম সিটি করপোরেশন নাগরিক স্বাস্থ্যসেবার মানোন্নয়ন ও প্রতিরোধমূলক স্বাস্থ্যসেবায় গুরুত্ব দিচ্ছে। নগর স্বাস্থ্যকেন্দ্রগুলোর মাধ্যমে জনগণকে নিয়মিত স্বাস্থ্য পরীক্ষা ও পরামর্শ গ্রহণে উৎসাহিত করা হচ্ছে। তিনি স্ট্রোক প্রতিরোধে গণসচেতনতা বাড়াতে চিকিৎসক, স্বাস্থ্যকর্মী ও গণমাধ্যমকর্মীদের একযোগে কাজ করার আহ্বান জানান।চট্টগ্রাম মেডিকেল কলেজ হাসপাতালের নিউরোসার্জারি বিভাগের উদ্যোগে আয়োজিত এ অনুষ্ঠানে বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন চট্টগ্রাম মেডিকেল কলেজের অধ্যক্ষ প্রফেসর ডা. মোহাম্মদ জসিম উদ্দিন, হাসপাতালের পরিচালক ব্রিগেডিয়ার জেনারেল মো. তাসলিম উদ্দিন, উপাধ্যক্ষ অধ্যাপক ডা. আব্দুর রব। উপস্থিত ছিলেন নিউরোসার্জারি বিভাগের ইউনিট প্রধান ও সহযোগী অধ্যাপক ডা. সানাউল্লাহ শামীম, সহযোগী অধ্যপাক ডা. মাহফুজুল কাদের, সহকারী অধ্যাপক ডাঃ ওমর ফারুক,উদযাপন কমিটির সদস্য সচিব ও সহকারী অধ্যাপক ডা. সিরাজুল মুনির অহি, সহকারী অধ্যাপক ডা. মইনুদ্দীন জাহেদ, সহকারী অধ্যাপক ডা. কামাল হোসেন, ডাঃ মাজেদ সুলতান,ডা সমীর, আবাসিক সার্জন ডাঃ ইমরান হোসেন,ডাঃ আলাউদ্দিন,ডা. নারায়ন ধর, ডাঃ মির্জা,ডাঃশিহাব,ডাঃশামীমা,ডাঃখুরশীদ,ডা. আয়াতুল আমিন, ডা জয়দীপ ,ডাঃ সৌমেন,ডা. রাখাল, ডা. আশিক,, ডাঃ মুনীর,ডাঃ নূর, ডাঃ সজীব, ডাঃ জিসান,ডা. দেবব্রত, ডা. হিমা, ডা. ইরফান প্রমুখ।অধ্যক্ষ প্রফেসর ডা. জসিম উদ্দিন বলেন, "বাংলাদেশে প্রতিবছর প্রায় ৩ লাখ মানুষ স্ট্রোকে আক্রান্ত হন, যার অর্ধেকেরও বেশি সময়মতো চিকিৎসা না পাওয়ায় মৃত্যুবরণ করেন বা স্থায়ী অক্ষমতায় ভোগেন। উচ্চ রক্তচাপ, ডায়াবেটিস, ধূমপান ও স্থূলতা এখনো প্রধান ঝুঁকির কারণ।"তিনি বলেন, "চট্টগ্রাম মেডিকেল কলেজ হাসপাতাল এখন স্ট্রোক চিকিৎসার জন্য ২৪ ঘণ্টার জরুরি সেবা চালু করেছে। আমরা চাই, মানুষ দ্রুত শনাক্ত করে চিকিৎসা নিক—এটাই এই দিবসের মূল বার্তা।"নিউরোসার্জারি বিভাগের প্রধান ডা. মো. সাইফুল আলম বলেন, "স্ট্রোকের ৮০ শতাংশই প্রতিরোধযোগ্য। নিয়মিত রক্তচাপ ও রক্তে শর্করা পরীক্ষা করা, ধূমপান বন্ধ করা, লবণ ও তেল কম খাওয়া, এবং দৈনিক অন্তত ৩০ মিনিট হাঁটার অভ্যাস গড়ে তোলা—এই ছোট পরিবর্তনগুলোই জীবন বাঁচাতে পারে।"ডা. মুহাম্মদ ইসমাইল হোসেন বলেন, "স্ট্রোক প্রতিরোধ মানেই জীবন বাঁচানো। আজকের কর্মসূচির মূল উদ্দেশ্য হলো—সাধারণ মানুষকে বোঝানো যে স্ট্রোক হঠাৎ ঘটে, কিন্তু এর ঝুঁকি প্রতিদিন তৈরি হয়। উচ্চ রক্তচাপ, ডায়াবেটিস, ধূমপান বা অনিয়ন্ত্রিত জীবনযাপন—এসবের প্রতি সচেতন না থাকলে যেকোনো মুহূর্তে স্ট্রোক হতে পারে। নিউরোসার্জারি বিভাগ শুধু চিকিৎসা নয়, প্রতিরোধমূলক কাজেও ভূমিকা রাখতে চায়। প্রোগ্রামের ২য় দিনের কার্যক্রম বৃহস্পতিবার (৩০ অক্টোবর) সকাল

সাড়ে ৮ টায় কলেজ অডিটোরিয়ামে, আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হবে। এতে অধ্যক্ষ অধ্যাপক জসিম উদ্দিন প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত থাকবেন। বিশেষ অতিথি হিসেবে বাংলাদেশ মেডিকেল বিশ্ববিদ্যালয় এর নিউরো সার্জারী বিভাগের চেয়ারম্যান অধ্যাপক ডাঃ ধীমান চোধুরী, সহযোগী অধ্যাপক ডাঃসামসুল আলম সবুজ উপস্থিত থাকবেন।

মেধাবী শিক্ষার্থীদের দেশ গঠনে এগিয়ে আসতে হবে: মেয়র ডা. শাহাদাত

সিটি মেয়র ডা. শাহাদাত হোসেন বলেছেন, দেশপ্রেম, সততা ও সচেতনতা ছাড়া কোনো জাতি উন্নতির শিখরে পৌঁছাতে পারে না। আমাদের সন্তানদের মধ্যে এই মূল্যবোধ গড়ে তুলতে হবে। তারাই ভবিষ্যতে একটি পরিচ্ছন্ন, সবুজ, সুস্থ ও নিরাপদ চট্টগ্রাম নির্মাণে অগ্রণী ভূমিকা রাখবে।সোমবার (২৭ অক্টোবর) পূর্ব মাদারবাড়ী সিটি করপোরেশন বালিকা উচ্চ বিদ্যালয় প্রাঙ্গণে আয়োজিত বার্ষিক পুরস্কার বিতরণ ও কৃতি শিক্ষার্থী সংবর্ধনা অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথির বক্তব্যে এসব কথা বলেন। অনুষ্ঠানের সভাপতিত্ব করেন চট্টগ্রাম সিটি করপোরেশনের প্রধান শিক্ষা কর্মকর্তা ড. কিসিঞ্জার চাকমা। মেয়র শিক্ষার্থীদের উদ্দেশে বলেন, প্রতিদিন সকালে নাস্তা না করে স্কুলে আসা যাবে না। খালি পেটে পড়াশোনায় মনোযোগ ধরে রাখা সম্ভব নয়। একটি ডিম, একটি কলা আর এক গ্লাস দুধ—এই সামান্য খাবারই তোমাদের শরীর ও মস্তিষ্ককে সুস্থ রাখবে।মেয়র আরও বলেন, আমাদের শিশুদের এখন থেকেই পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতার অভ্যাস গড়ে তুলতে হবে। কোথায় ময়লা ফেলতে হবে, প্লাস্টিক ও পলিথিন কীভাবে পরিবেশের ক্ষতি করে—এসব শিক্ষা শিশুদের মাধ্যমেই সমাজে ছড়িয়ে দিতে হবে। কারণ, একটি টেকসই উন্নত শহর গড়তে সচেতন নাগরিক তৈরি করাই সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ।মেয়র আরো বলেন, তোমরা যেখানে যাবে, সেখানেই বাংলাদেশকে হৃদয়ে ধারণ করবে। দেশপ্রেম ও সততার চেতনা নিয়ে তোমরা বড় হবে—এটাই আমাদের প্রত্যাশা। শহীদ রাষ্ট্রপতি জিয়াউর রহমানের মতো নেতৃত্বের অনুপ্রেরণা তোমাদের মধ্যে ছড়িয়ে দিতে হবে, যিনি দেশপ্রেম ও সততার মাধ্যমে একটি দুর্বল অর্থনীতিকে শক্তিশালী ভিত্তির ওপর দাঁড় করিয়েছিলেন।অনুষ্ঠানে বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন সিটিজেন ফোরাম চট্টগ্রাম মহানগরের আহবায়ক মসিউল আলম স্বপন, সিটিজেন ফোরাম সদরঘাট থানার সভাপতি সালাউদ্দিন, ২৯ নং ওয়ার্ড বিএনপির সাবেক সাধারণ সম্পাদক মোস্তাফিজুর রহমান মোস্তাক, বিদ্যালয়ের গভর্নিং বোর্ড সদস্য খোরশেদ আলম, প্রধান শিক্ষক নুরুল আজিজ, এম এ মুছা বাবলু, আজিজুল ইসলাম বাদল, তসলিমুর রহমান, নুর খাঁন, রাশেদ, ইয়াসিন আরাফাত এবং নুর জাহেদ বাবলু প্রমুখ।

নিরাপদ সড়ক গড়তে সবাইকে দায়িত্বশীল হতে হবে-সিটি মেয়র ডা. শাহাদাত হোসেন

চট্টগ্রাম সিটি কর্পোরেশনের মেয়র ডা. শাহাদাত হোসেন বলেছেন, নিরাপদ সড়ক গড়ে তুলতে হলে আমাদের প্রত্যেককেই নিজের অবস্থান থেকে দায়িত্বশীল হতে হবে। সড়ক দুর্ঘটনা রোধে সচেতনতার কোনো বিকল্প নেই।সোমবার (২৭ অক্টোবর) দুপুরে নগরীর থিয়েটার ইনস্টিটিউট মিলনায়তনে জাতীয় নিরাপদ সড়ক দিবস উপলক্ষে ডায়মন্ড সিমেন্টের সহযোগিতায় এবং নিরাপদ সড়ক চাই (নিসচা) চট্টগ্রাম মহানগর কমিটির উদ্যোগে আয়োজিত শিক্ষার্থী সমাবেশে প্রধান অতিথির বক্তব্যে তিনি এসব কথা বলেন।মেয়র বলেন, সড়ক দুর্ঘটনা কমাতে ট্রাফিক আইন মেনে চলার অভ্যাস গড়ে তুলতে হবে। মানসম্মত হেলমেট ব্যবহার, গাড়ি চালকদের নির্ধারিত গতি সীমা অনুসরণ এবং গাড়ি চালানোর সময় মোবাইল ফোন ব্যবহার থেকে বিরত থাকা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। এসব নিয়ম কঠোরভাবে মানলে দুর্ঘটনা কমবে, সড়ক হবে নিরাপদ। সমাবেশে নিরাপদ সড়ক চাই নগর কমিটির সহ-সভাপতি ও ডায়মন্ড সিমেন্ট লিমিটেডের উপ-ব্যবস্থাপনা পরিচালক লায়ন মোঃ হাকিম আলীর সভাপতিত্বে এবং সাধারণ সম্পাদক শফিক আহমেদ সাজীবের সঞ্চালনায় অনুষ্ঠিত সমাবেশে বিশেষ অতিথির বক্তব্য রাখেন, চট্টগ্রাম সিটি কর্পোরেশনের প্রধান শিক্ষা কর্মকর্তা ড. কিসিঞ্জার চাকমা, থিয়েটার ইনস্টিটিউটের পরিচালক কবি অভিক ওসমান, অপর্ণাচরণ সিটি কর্পোরেশন বালিকা উচ্চ বিদ্যালয় ও কলেজের অধ্যক্ষ মোহাম্মদ আবু তালেব বেলাল, চট্টগ্রাম সিটি কর্পোরেশন মিউনিসিপ্যাল মডেল স্কুল অ্যান্ড কলেজ অধ্যক্ষ সাহেদুল কবির চৌধুরী, মাঝির ঘাট ট্রাক মালিক সমিতির সভাপতি এম এ মুছা বাবলু, চট্টগ্রাম বিভাগীয় পণ্য পরিবহন মালিক ফেডারেশনের সাধারণ সম্পাদক মোঃ আনোয়ার হোসেন, টিভি ক্যামেরা জার্নালিস্টস এসোসিয়েশনের সাবেক সাধারণ সম্পাদক দীপংকর দাশ বাবু।সভাপতির বক্তব্যে লায়ন মোঃ হাকিম আলী বলেন, সড়ক দুর্ঘটনা প্রতিরোধে পরিবার, শিক্ষা প্রতিষ্ঠান ও স্থানীয় প্রশাসনের সমন্বিত উদ্যোগ অপরিহার্য। নিয়ম মেনে চলার অভ্যাস গড়ে তুলতে পারলেই নিরাপদ সড়ক প্রতিষ্ঠা সম্ভব।অনুষ্ঠানে সমাজের বিভিন্ন শ্রেণি-পেশার প্রতিনিধি, শিক্ষক-শিক্ষার্থী ও গণ্যমান্য ব্যক্তিবর্গরা উপস্থিত ছিলেন।

চসিকের বাণিজ্যিক হোল্ডিং ট্যাক্স আদায়ে স্বচ্ছতা আনা হবে: মেয়র ডা. শাহাদাত

চট্টগ্রাম সিটি কর্পোরেশনের বাণিজ্যিক হোল্ডিং ট্যাক্স সংগ্রহ ব্যবস্থাকে সম্পূর্ণভাবে ডিজিটাল প্ল্যাটফর্মে রূপান্তর করার লক্ষ্যে সোমবার চসিক এবং বি ট্র্যাক সলিউশন্স ও মাইলেজের মধ্যে একটি সমঝোতা চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়।চুক্তি স্বাক্ষর অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথির বক্তব্যে চট্টগ্রাম সিটি মেয়র ডা. শাহাদাত হোসেন বলেন, “প্রযুক্তিনির্ভর প্রশাসনই সময়ের দাবি। আমরা চাই বাণিজ্যিক হোল্ডিং ট্যাক্স সংগ্রহ ব্যবস্থাকে সম্পূর্ণভাবে ডিজিটাল প্ল্যাটফর্মে রূপান্তর করতে যাতে প্রতিষ্ঠানগুলো সহজে হোল্ডিং ট্যাক্স পরিশোধ করতে পারে। এতে রাজস্ব আয় যেমন বাড়বে, তেমনি দুর্নীতি ও হয়রানি কমে আসবে।”তিনি আরও বলেন, চট্টগ্রাম সিটি কর্পোরেশনের প্রশাসনিক কার্যক্রমকে ধীরে ধীরে সম্পূর্ণ অটোমেশনে নিয়ে যাওয়া হচ্ছে। এই প্রকল্প বাস্তবায়িত হলে ট্যাক্স সংগ্রহে স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা নিশ্চিত হবে এবং নাগরিকরা রিয়েল-টাইম তথ্য পাবে।চুক্তির কার্যপরিধি অনুযায়ী, চট্টগ্রাম সিটি কর্পোরেশনের বাণিজ্যিক স্থাপনাসমূহের হোল্ডিং ট্যাক্স সংগ্রহ কার্যক্রমকে ক্লাউডভিত্তিক সফটওয়্যার ব্যবস্থায় রূপান্তর করা হবে। সফটওয়্যারটি রিয়েল-টাইম রিপোর্টিং, ডেটা বিশ্লেষণ ও ট্র্যাকিং সুবিধাসম্পন্ন হবে। এছাড়া নাগরিকরা অনলাইন ট্যাক্স পরিশোধ করতে পারবেন মোবাইল ব্যাংকিং, অনলাইন ব্যাংকিং, এটিএম বা ক্যাশ কাউন্টারের মাধ্যমে।চুক্তি স্বাক্ষর অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন চসিকের ভারপ্রাপ্ত প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা সচিব মো. আশরাফুল আমিন, প্রধান

রাজস্ব কর্মকর্তা সরোয়ার কামাল, প্রধান হিসাবরক্ষণ কর্মকর্তা হুমায়ুন কবির চৌধুরী, রাজস্ব কর্মকর্তা মো. সাব্বির রহমান সানিসহ সংশ্লিষ্ট বিভাগের কর্মকর্তারা।বি ট্র্যাক সলিউশন্সের পক্ষ থেকে প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা তানভীর সিদ্দিকী এবং হেড অব প্রজেক্ট সাফায়েত আব্দুল্লাহ উপস্থিত ছিলেন। মাইলেজের পক্ষ থেকে উপস্থিত ছিলেন প্রধান কার্যনির্বাহী কর্মকর্তা ইঞ্জি. তাহসিন-উল-ইসলাম, পরিচালক রিয়াসাত ইসলাম ফারদিন, ব্যবস্থাপনা পরিচালক আবরার রাফিদ চৌধুরী ও প্রধান তথ্য কর্মকর্তা আখইয়ার নূর।

স্বাক্ষরিত/-
(আজিজ আহমদ)
জনসংযোগ ও প্রটোকল কর্মকর্তা
চট্টগ্রাম সিটি কর্পোরেশন।
মোবাইল-০১৮১৯-৯৩০৪৮৮